‘ইউএসএআইডি’-র অর্থায়নে পরিচালিত ‘এনএসডিপি’ মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার প্রচারণায় টেলিভিশন বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট -- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষায় যে সহায়তা প্রদান করছে তাকে স্বাগত জানিয়ে ‘ইউএসএআইডি’-র অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এনএসডিপি) ২২শে আগস্ট, সোমবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চলতি মাসের শেষে এবং আগামী মাসের শুরুতে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে যে তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারকালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর অর্থে মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে। টেলিভিশনে প্রচারের জন্য নির্মিত টিভি স্পটগুলোতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেট তারকা মোহাম্মদ রফিক। বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিক ‘এনএসডিপি’-র প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক মুখপাত্র। এতে মোহাম্মদ রফিক শিশু জন্মের আগে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের পুরুষ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেমনটি তিনি প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন তার আসন্ন কোন ম্যাচের আগে।

এ দেশে ৯০ শতাংশেরও বেশি শিশুর জন্ম বাড়িতে হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসূতি মায়েরা দক্ষ ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকে কোন সহায়তা পায় না। প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ প্রসূতি মায়েরা শিশু জন্ম দানকালে মৃত্যু ঝুঁকির মুখে পড়ে। কিন্তু এ ধরনের সংকটের মুখে যারা পড়ে তাদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ জরুরি প্রসূতি সেবা লাভ করে থাকে। প্রতি বছর শিশু জন্ম দানকালে আনুমানিক ২০ হাজার মৃত্যু রোধ করা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। টিভি বিজ্ঞাপনে মোহাম্মদ রফিক উল্লেখ করবেন যে একদিনের একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে যতোটুকু সময় লাগে সেই সময়ে ২০ জন বাংলাদেশী মহিলা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে -- সম্ভবত প্রতিটি উইকেট পড়ার সময়ই একজন করে মারা যায়। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার শ্রীলংকার চাইতে আট গুণ বেশি।

‘এনএসডিপি’ এবং এর সহযোগী সংগঠন ‘বিসিসিপি’ একত্রে টেলিভিশনের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে যা এখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন সময় কেনার সুবাদে প্রচার করা সম্ভব হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের আহমেদ এ. শাহ, নাসরিন সাত্তার, মুহিত রহমান এবং শাহরিন এ. চৌধুরী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ‘এনএসডিপি’-র চীফ অব পার্টি ডঃ রবার্ট জে. টিমন্স, ডেপুটি চীফ অব পার্টি তামারা স্মিথ এবং ‘বিসিসিপি’-র ইয়াসমিন কবির।

এনজিও সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এনএসডিপি) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের একটি সংস্থা যা বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কর্মরত ৩৭টি বেসরকারী সংস্থার নেটওয়ার্ককে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার বৃহৎ কর্মসূচী 'এনএসডিপি' ক্লিনিক ও কমিউনিটি স্তরে লাখ লাখ বাংলাদেশী মহিলাদের মানসম্পন্ন মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করতে কাজ করে যাচ্ছে।

'এনএসডিপি'র নেটওয়ার্কের ৩১৮টি স্থায়ী "সূর্যের হাসি" ক্লিনিক, আট হাজার ভ্রাম্যমান ক্লিনিক এবং সাত হাজারেরও অধিক কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে যারা পরিবারে কম খরচে উচ্চ-মানসম্পন্ন প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বছর দশ লাখেরও বেশী মানুষ পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং দু'লাখের বেশী গর্ভবতী মহিলা গর্ভকালীন সেবা নিতে এসব সেবা কেন্দ্রগুলোতে আসে। শহর অঞ্চলের যে সব এলাকাগুলোতে 'এনএসডিপি' কাজ করে, সেখানে বসবাসরত প্রায় তিন চতুর্থাংশ শিশুকে 'এনএসডিপি' তাদের শৈশবকালীন টিকা প্রদান করেছে। এই প্রকল্পের আওতাধীন শহরাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় অর্ধেক শিশু এবং গ্রামাঞ্চলে এক তৃতীয়াংশ শিশুকে 'এনএসডিপি' তাদের তীব্র শ্বাস কষ্টের জন্য চিকিৎসা প্রদান করেছে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণই হচ্ছে এই শ্বাস কষ্ট।

==========

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov (New) এ যোগাযোগ করুন।*